প্রকাশকাল

১০ অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশক

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫৩, পাইওনিয়ার রোড

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

নির্দেশনায়

জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

সম্পাদনা কমিটি

১. জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান, পরিচালক

২. মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক (সংযুক্ত)

৩. জনাব মো: মামুনুর রশীদ, উপ পরিচালক

৪. এস. এম. আশরাফুল আবেদীন আশা, সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)

৫. জনাব মো: মাহফুজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)

৬. জনাব মো: আব্দুল আলীম, সহকারী পরিচালক

৭. মোসাঃ মাহবুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)

৮. জনাব আজিজুল হক, সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি	০১
২	প্রধান কার্যাবলি	০১
৩	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	১-১৪
৪	সাংগঠনিক কাঠামো	১৫
৫	জনবল কাঠামো	১৬
৬	বর্তমানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নামের তালিকা	১৭-১৯
৭	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটি	২০
৮	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি	২১-২৩
৯	দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ	২৪-২৫
১০	কয়লা	২৬
১১	পিট	২৮
১২	কঠিন শিলা	২৯
১৩	সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর	২৯
১৪	সিলিকা বালু	৩০
১৫	সাদামাটি	৩১
১৬	খনিজ বালু	৩৩
১৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি গেজেটভুক্ত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে কোয়ারি ইজারা প্রদানের তথ্য	৩৩
১৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন খনিজ হতে আদায়কৃত রাজস্ব	৩৩
১৯	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট এবং ব্যয় বিবরণী	৩৪-৩৬
২০	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন কোয়ারি পরিদর্শন	৩৭
২১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	৩৯
২২	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর আওতায় বিএমডির মূল্যায়ন প্রতিবেদন	৪০-৪৪
২৩	ফটো গ্যালারী, ২০১৮-১৯	৪৫-৪৭
২৪	উদ্ভাবনী, ২০১৮-১৯	৪৭
২৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএমডির সার্বিক কর্মকান্ড	৪৮
২৬	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সাম্প্রতিক অর্জন	৪৯
২৭	বিএমডির আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪৯
২৮	বিএমডির দুই দশকের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক চিত্র	৫০
২৯	সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ	৫০
৩০	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫০
৩১	উপসংহার	৫১

১.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন এ ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

২.০ প্রধান কার্যাবলি

(ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(খ) লাইসেন্স/ইজারা আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর।

(ঘ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত।

(চ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরামর্শ প্রদান।

(জ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়

৩.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

৩.১ ভিশন ও মিশন

ভিশন : নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত খনি ও খনিজ সম্পদ।

মিশন : খনি ও খনিজ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠন, শিল্পায়ন, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন।

৩.২ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ।

(খ) খনিজ সম্পদের রয়্যালটি ও সরকারি অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

(গ) খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন রোধ।

৩.৩ প্রতিশ্রুতি সেবাসমূহ

৩.৩.১ নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তার মাধ্যমে অনুসন্ধান লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদন করে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এরূপ এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/ স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট /এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল- ১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ঙ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর উপপরিচালক (সংযুক্ত) মোবাইল: ০১৭১৬-৩২৫৮৩২ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ২। জনাব মো: মামুনুর রশীদ উপ পরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ মোবাইল : ০১৭১২৭৭৯৬২৬ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd ৩। এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) মোবাইল: ০১৭১২-৩১১৪৩৩ E-mail: admine@bomd.gov.bd ৪। জনাব মো: আব্দুল আলীম সহকারী পরিচালক ফোন: ৯৩৩২৬৬৩; মোবাইল নং-০১৭১১-২৮৫৮০৪ E-mail: ad@bomd.gov.bd ৫। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ) ফোন : ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: adgeophy@bomd.gov.bd ৬। মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ফোন : ৫৫১৩০৬০৮ মোবাইল: ০১৭২২-৬২০০৪১ E-mail: adgeo@bomd.gov.bd

			লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ; (ছ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে ২ (দুই) কপি সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা অংশীদারি দলিল বা সমমানের যে কোন আইনানুগ প্রমাণপত্র; (ঞ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোম্পানির নিবন্ধনের সনদ।			৭। আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন : ৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল: ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@ bomd.gov.bd
২	খনি ইজারা প্রদান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তার মাধ্যমে অনুসন্ধান লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদন করে মঞ্জুরী	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ ম্যাপ এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল- ১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামাণিক কপি; (ঙ) সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মো: মামুনুর রশীদ উপ পরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ মোবাইল : ০১৭১২৭৭৯৬২৬ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd ২। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ) ফোন : ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: adgeophy@bomd.gov.bd

		প্রদান করা হয়।	নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করে কপি; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের হালনাগাদ/কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ; (ঞ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ।				

			খনি ইজারার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দলিলপত্র ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হয় যথা : (ক) খনিজ সম্পদ আহরণ এবং পরিচালনার জন্য কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ খনি খনন পরিকল্পনা; (খ) খনি খনন পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা: (১) খনি বাস্তবায়নকালে নির্বাহিতব্য ব্যয়ের বিবরণ; (২) এলাকার বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক বিবরণসহ খনিজের মজুদপ্রদর্শনপূর্বক ১ (এক) সেন্টিমিটার: ১ (এক) কিলোমিটার স্কেলের মানচিত্র; (৩) অবস্থান, প্রধান মজুদসমূহের বিবরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ ভূতাত্ত্বিককাঠামো বা বেসিনের আকার প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; (৪) সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণিত বা সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ; (৫) ন্যূনতম উৎপাদন হার; (৬) ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ খনন পদ্ধতি; (৭) খনি খননের বিভিন্ন স্তরে কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের বিবরণ; (৮) রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ স্থাপনা যেমন: গুদাম এবং ল্যাম্প রুম, ওয়ার্কশপ, খনিজ উপযোগীকরণ প্লান্ট, অফিস, আবাসন ও বিনোদন স্থান			

			ইত্যাদির অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; এবং (৯) খনি খনন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ের সম্ভাব্য ব্যয়। (গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২- এর অধীন প্রদেয় রয়্যালটি, বাৎসরিক ফি ও অন্যান্য বকেয়া প্রদান নিশ্চিত করবার জন্য দফা (খ) এর অধীন দাখিলকৃত খনি খনন পরিকল্পনায় উল্লিখিত সম্ভাব্য ব্যয়ের ৩% ব্যাংক গ্যারান্টি;এবং (ঘ) পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি)।			
৩ (ক)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (গেজেটভুক্ত সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমি)	**সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/ বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি:** সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/ বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারিসমূহ ১লা বৈশাখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র জারীর পর প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ইজারা প্রদানের সুপারিশ ব্যুরোতে প্রেরণ করে। ব্যুরো কর্তৃক উক্ত	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজ পত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd

		সুপারিশ সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তথা সরকার বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, ইজারামূল্যের উপর, ভ্যাট ও আয়কর এবং বিধি মোতাবেক নিরাপত্তা জামানতের অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ও অন্যান্য নির্ধারিত পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতার সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারাচুক্তি সম্পাদন করে ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।				

৩(খ)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি)	**ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি:** ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র বিধি মোতাবেক যথার্থ কিনা তা যাচাই-বাছাই করে যথার্থ হলে বিধি মোতাবেক মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর বিএমডি, জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আবেদনকৃত এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে জমির মালিকানা, ধরণ ইত্যাদি যাচাই-বাছাই এবং স্থানীয় বাজার দর মোতাবেক কোয়ারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর সকল কাগজপত্রসহ ধার্যকৃত মূল্যে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তথা সরকার বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর আবেদনকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, নিরাপত্তা	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশী নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ)কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তা হলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল- ১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ)অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামানিক কপি: (ঙ)সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/ নিবন্ধন সনদের একটি সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘবিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করে কপি। (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের হালনাগাদ/ কার্যকর পাসপোর্টের প্রামানিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ; (ঝ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ;	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ) ফোন : ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: adgeophy@bomd.gov.bd ২। আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন : ৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল: ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@ bomd.gov.bd

		জামানত ও অন্যান্য নির্ধারিত সরকারি পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদনকারীর সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারাচুক্তি সম্পাদন করে আবেদনকারীর অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।	(ট) ব্যুরোর তালিকাভুক্ত একজন পরামর্শক ভূতত্ত্ববিদ কর্তৃক প্রদত্ত ৩ (তিন) কপি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন।			

ক্র নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই মেইল
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**
৩(গ)	সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান	গেজেটে প্রকাশিত খাস খতিয়ানভুক্ত জমিতে সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক ও একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই এর কপি সংশিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য আবেদনপত্রসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর আবেদনকৃত কোয়ারি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যাচাই-বাছাই করে এলাকা চিহ্নিত করে এলাকার চতুঃসীমা নির্ধারণক্রমে মনিটরিং কমিটি ইজারার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত/ সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন বিএমডি বরাবরে দাখিল করে। মনিটরিং কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকারের অনুমোদনক্রমে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২	(ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র। (খ) আবেদন ফরম ক্রয়ের ১০০০/- (এক হাজার) টাকার মূল রসিদ। (গ) ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকার আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ জমাকৃত চালানের মূলকপি। (ঘ) পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি। (ঙ) ব্যাংক সলভেন্সি সনদের সত্যায়িত কপি। (চ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি। (ছ) টিআইএন এর সত্যায়িত কপি। (জ) মৌজা ম্যাপ ৩ (তিন) কপি। (ঝ) টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ৩ (তিন) কপি। (ঞ) ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিবেদন ৩ (তিন) কপি। (ট) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রত্যয়নপত্র। (ঠ) নামজারীর সত্যায়িত কপিসহ জমির মালিকানার প্রমাণপত্র (ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে)। * আবেদনকারীকে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	জনাব মো: মামুনুর রশীদ উপ পরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd

		অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে সাদামাটি পাওয়া গেলে জমির মালিক সাদামাটি ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে জমির মালিক বা মালিকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাঁর অনুকূলে কোয়ারি ইজারা মঞ্জুর করা করা হয়।	ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণ করে তা বিএমডিতে দাখিল করতে হয়। অন্যথায় আবেদনকারীর অনুকূলে কোনক্রমে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রদান করা হয় না।			

৩.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই মেইল
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস।	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd
২	দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান এবং ইজারা অনুমোদন প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ।	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে জেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশসহ ব্যুরোতে প্রেরণ করার পর কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	জেলা কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস।	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd

৩	কোয়ারি ইজারামূল্য নির্ধারণ	ব্যুরো, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক যৌথভাবে নির্ধারণ করা হয়।	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত পত্র।	বিনামূল্যে	প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৪	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সভা আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী এবং জেলা কমিটির চাহিদা মোতাবেক।	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস।	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৫	খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।	সময়ে সময়ে সরকারের জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য/ উপাত্ত প্রেরণ করা হয়।	বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস।	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৬	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত।	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহের আদেশ বাস্তবায়ন, সময়মত দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপিল দায়েরকরণের বিষয়ে সলিসিটর উইংকে তথ্যাদি প্রেরণ।	রুলের সার্টিফাইড কপি, আরজির কপি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির ০৭ কার্য দিবস বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd

৩.৩.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই মেইল
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**
১	বেতন ভাতাদি প্রদান	সি.এ.ও এর বেতন নির্ধারণী সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	বিল ভাউচার খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারী বিধি অনুযায়ী	সি.এ.ও কর্তৃক বিল পাশ সাপেক্ষে অনতিবিলম্বে	জনাব মো: আব্দুল আলীম সহকারী পরিচালক ফোন: ৯৩৩২৬৬৩; মোবাইল নং-০১৭১১-২৮৫৮০৪ E-mail: ad@bomd.gov.bd
২	কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারী বিধি অনুযায়ী	বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোনঃ +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৩	ছুটি, জিপিএফ, পেনশন (ব্যক্তিগত প্রাপ্যতা)	সি.এ.ও এর প্রত্যয়ন এবং আবেদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সি.এ.ও এর প্রত্যয়ন পত্র, আবেদনপত্র খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারী বিধি অনুযায়ী	আনুষঙ্গিক তথ্যাদি প্রাপ্তির পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোনঃ +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৪	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি/ পেশাগত উন্নয়ন	চাহিদা/ প্রাপ্যতা তালিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারী বিধি অনুযায়ী	মনোনয়ন আদেশ জারির পর সিডিউল অনুযায়ী	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ফোনঃ +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd

৩.৩.৪ আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা: প্রযোজ্য নয়।

৩.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	উপপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd	তিন মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	পরিচালক (উপসচিব) ফোন: E-mail: director@bomd.gov.bd	এক মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	দপ্তর প্রধান	মহাপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd	তিন মাস

৩.৫ আপনার (সেবা গ্রহীতার) কাছে আমাদের (খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর) প্রত্যাশা

ক্র নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্খিত সেবা প্রপ্তির ক্ষেত্রে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ইমেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৪	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৫	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা

৪.০ সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক

০১ *মহাপরিচালক

০১ *সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

০১ *কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

পরিচালক

০১ *পরিচালক

০১ *কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

পরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ *পরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ *কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)

০১ * উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)

০১ * সহকারী পরিচালক

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)

০১ * তত্ত্বাবধায়ক

০১ * হিসাবরক্ষক

০২ * অফিস সহকারি -কাম -কম্পিউটার অপারেটর

০২ * ড্রাইভার

০১ * জারিকারক

০২ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

০২ * নিরাপত্তাকর্মী

০১ *পরিচ্ছন্নতাকর্মী

উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ -পদার্থ)

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ -রসায়ন)

০১ * সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)

০১ * উচ্চমান সহকারী

০১ * ড্রাফ্টসম্যান

০১ * সার্ভেয়ার

০১ * ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/ টেকনিশিয়ান

০৩ * অফিস সহকারী -কাম -কম্পিউটার অপারেটর

০২ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

৫.০ জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	মহাপরিচালক	০১	০১
২	পরিচালক	০১	০১
৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
৪	উপ পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	০১
৫	উপ পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
৬	সহকারী পরিচালক	০১	০১
৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১
৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১
৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	০১
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	-
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	-
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
১৩	হিসাবরক্ষক	০১	০১
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১
১৫	ড্রাফ্টসম্যান	০১	-
১৬	সার্ভেয়ার	০১	০১
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	০১
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৫	০১
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	-
২০	ড্রাইভার	০২	-
২১	অফিস সহায়ক	০২	০২
২২	জারীকারক	০১	০১
২৩	অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান	০৫	০৩
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	-
২৫	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১	০১
	মোট	৩৮	২০

৬.০ বর্তমানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নামের তালিকা

৬.১ কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	ছবি	নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল
০১		জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: dg@bomd.gov.bd
০২		জনাব মোহাম্মদ গোলামুর রহমান (উপসচিব) পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ E-mail: director@bomd.gov.bd
০৩		জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর উপপরিচালক (সংযুক্ত) ০১৯২১-৪৯৩৫৩৮ ddmine@bomd.gov.bd
০৪		জনাব মো: মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ০১৭১২-৭৭৯৬২৬ ddadmin@bomd.gov.bd
০৫		এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) ০১৭১২-৩১১৪৩৩ admine@ bomd.gov.bd
০৬		জনাব মো: আব্দুল আলীম সহকারী পরিচালক ৯৩৩২৬৬৩ ০১৭১১-২৮৫৮০৪ ad@bomd.gov.bd

০৭		জনাব মো: মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ) ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ adgeophy@bomd.gov.bd
০৮		মোসা: মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ০১৭২২-৬২০০৪১ adgeo@bomd.gov.bd
০৯		আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ adgeochem@ bomd.gov.bd

৬.২

কর্মচারীগণের নামের তালিকা

০১		জনাব মো: লিয়াকত হোসেন মিয়া তত্ত্বাবধায়ক (চ.দা) ০১৯৪০-৩৭২১৮২
০২		বেগম মেহেরুন্নেছা উচ্চমান সহকারী ০১১৭-৭১৫৫৬৮
০৩		নূসরাত জাহান হিসাবরক্ষক ০১৬৭৬-৫২৩৯৫৪
০৪		জনাব বোরহান হোসেন সার্ভেয়ার ০১৭৫৫-৩৩৪৯৭১

০৫		রিফাত ফেরদৌসী ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান ০১৬৩২-৭০১১৯০
০৬		মোহাম্মাদ সাইফুল্লাহ অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১৯১১-২২২০১৬
০৭		বেগম রেহানা পারভীন অফিস সহায়ক ০১৯২৫-০০৭০৪৩
০৮		মোছা: সালমা অফিস সহায়ক ০১৯৩২-৪২৯৭০০

৬.৩ আউট সোর্সি-এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মচারী

০৯		মো: রফিকুল ইসলাম জারিকারক ০১৭২৪-৩৯১৬৮২
১০		মো: আব্দুল আজিজ অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭২৪-১০৭৫২৭
১১		মো: কামাল হোসেন অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭৬১-৫২৩৬১৫
১২		মো: মেহেদী হাসান অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭৫৫-৯৬৯৪৩৭

১৩		মো: নাসির উদ্দিন সজীব পরিচ্ছন্নতা কর্মী ০১৭৬০-৯২৫১১৯

৭.০ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত কমিটি

৭.১ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

৭.১.১ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় (পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত) গঠিত কমিটি:

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য

৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি (শুধু ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০	গনপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

৭.১.২ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে পার্বত্য জেলাসমূহের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলা) জন্য গঠিত কমিটি:

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	গনপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১০	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

৭.২ সাদামাটি কোয়ারির ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি

৭.২.১ সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত জেলা মনিটরিং কমিটি:

১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	আহবায়ক
২	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৪	পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	বর্ডারগার্ড অব বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	সদস্য
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য সচিব

৮.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

৮.১ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১	জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান, পরিচালক	আহবায়ক
০২	মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য
০৩	মো: মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক	সদস্য
০৪	এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা, সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য
০৫	মো: আব্দুল আলীম, সহকারী পরিচালক	সদস্য
০৬	মো: মাহফুজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	সদস্য সচিব
০৭	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য
০৮	আজিজুল হক, সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন), বিএমডি	সদস্য

৮.২ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ লক্ষ্য অর্জন এর জন্য গঠিত “এপিএ’’ কমিটি

০১	পরিচালক	আহবায়ক
০২	উপপরিচালক	সদস্য
০৩	সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য সচিব
০৪	সহকারী পরিচালক	সদস্য
০৫	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	সদস্য

৮.৩ দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট ও সহকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	যোগাযোগের ঠিকানা
০১	মো: মামুনুর রশীদ উপপরিচালক, বিএমডি	ফোন: ৯৩৪৩৬৬৮ মোবা: ০১৭১২৭৭৯৬২৬ ddadmin@bomd.gov.bd
০২	মোঃ মাহফুজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ), বিএমডি সহকারী ফোকাল পয়েন্ট	ফোন: ৮৩৯১৪৩৮ মোবা: ০১৭৩৭৭৭৭৩০৫ adgeophy@ bomd.gov.bd

৮.৪ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর গঠিত ‘ইনোভেশন টিম’

ক্র. নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদ	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
১.	জনাব মো: মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	চিফ ইনোভেশন অফিসার	৯৩৪৩৬৬৮ ০১৭১২৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd
২.	জনাব এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য	০১৭১২৩১১৪৩৩	admine@ bomd.gov.bd
৩.	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৮ ০১৭২২৬২০০৪১	adgeo@ bomd.gov.bd
৪.	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৭ ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫	adgeochem@ bomd.gov.bd
৫.	জনাব মো: মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	সদস্য সচিব	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭৩৭৭৭৭৩০৫	adgeophy@ bomd.gov.bd

৮.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত ‘নৈতিকতা কমিটি’

ক্র.নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদ	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
১.	জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান পরিচালক	আহ্বায়ক	০১৭১১৫৮৬৫৯৩	director@bomd.gov.bd
২.	জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর উপপরিচালক (সংযুক্ত), বিএমডি	সদস্য	০১৭১৬৩২৫৮৩২	ddmine@ bomd.gov.bd
৩.	জনাব মো: মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	সদস্য	৯৩৪৩৬৬৮ ০১৭১২৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd

৪.	এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য	০১৭১২৩১১৪৩৩	admine@ bomd.gov.bd
৫.	জনাব মো: আব্দুল আলীম সহকারী পরিচালক	সদস্য	৯৩৩২৬৬৩ ০১৭১১২৮৫৮০৪	ad@bomd.gov.bd
৬.	জনাব মো: মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	সদস্য	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭৩৭৭৭৭৩০৫	adgeophy@ bomd.gov.bd
৭.	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৭ ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫	adgeochem@ bomd.gov.bd
৮.	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য সচিব/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৫৫১৩০৬০৮ ০১৭২২৬২০০৪১	adgeo@ bomd.gov.bd

৮.৬ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর আইসিটি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
এস. এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	০১৭১২-৩১১৪৩৩ admine@ bomd.gov.bd

৮.৭ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল	মন্তব্য
এস. এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	০১৭১২-৩১১৪৩৩ admine@ bomd.gov.bd	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫ adgeochem@ bomd.gov.bd	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৯.০ দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ

তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু ইত্যাদি। বিএমডি কর্তৃক বর্তমানে এ সকল খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। (সূত্র: জিএসবি-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত)

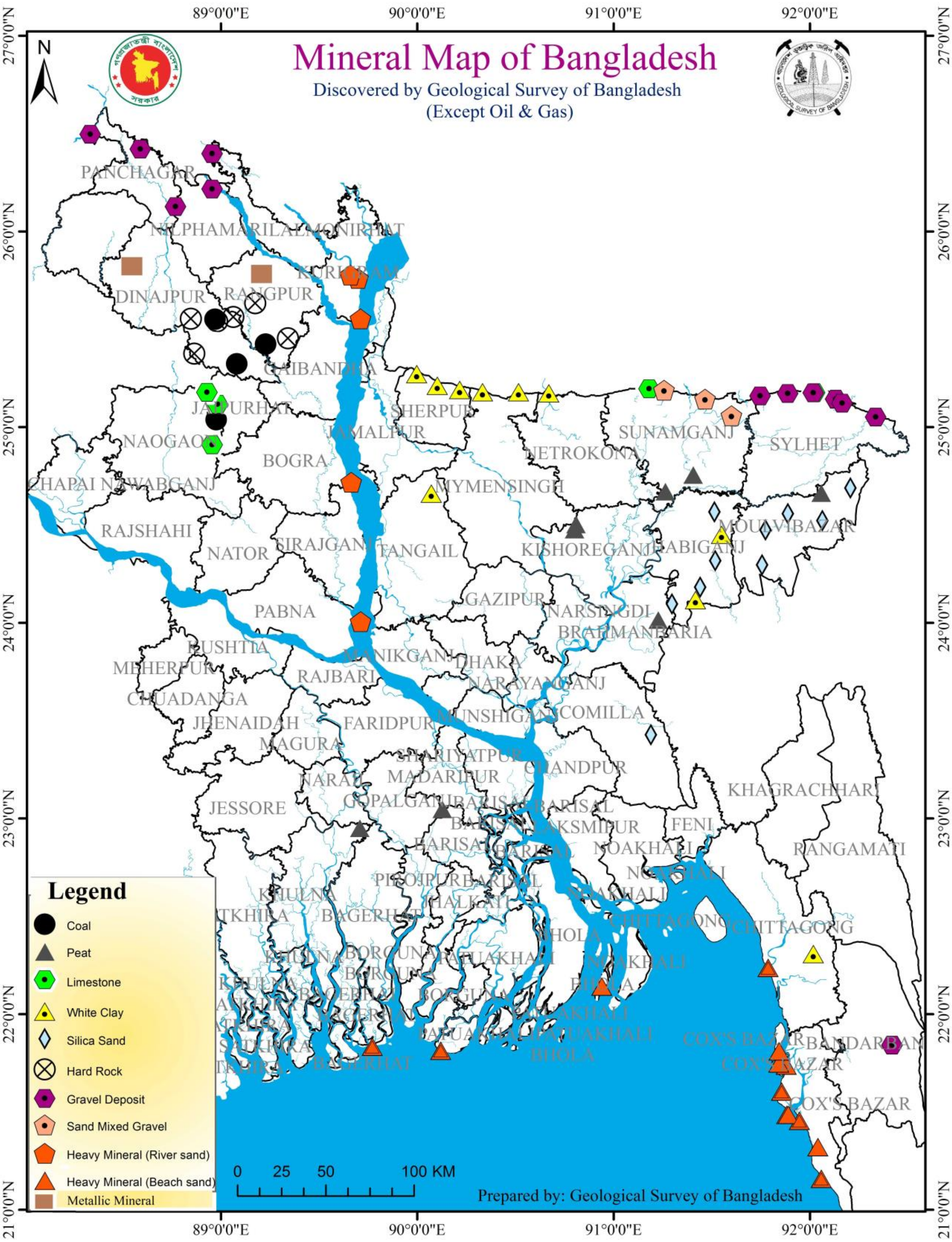

চিত্র: বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ মানচিত্র।

৯.১ কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৩৩০০ মিলিয়ন টন। ৩৩০০ মিলিয়ন টন কয়লা প্রায় ৭৮ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাসের সমতুল্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে উৎপাদিত কয়লায় সালফারের পরিমাণ অতি সামান্য (০.৫৩%) থাকায় এবং তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় (১১০৪০কিউবিক/পাউন্ড) তা উন্নতমানের কয়লা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৯.১.১ এক নজরে দেশের ০৫ (পাঁচ) টি কয়লাক্ষেত্রের নাম ও আনুমানিক মজুদ

কয়লাক্ষেত্রের নাম	আবিষ্কারক ও আবিষ্কারের সন	গভীরতা (মিটার)	মজুদ (মি. টন) জিএসবির ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য	মজুদ (মি. টন) বিসিএমসিএল ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৮৫	১১৭-৫০৬	৩০০	৩৯০
দিঘীপাড়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৯৫	৩২৮-৪৫৫	১৫০	৮৬৫
খালাশপীর, রংপুর	জিএসবি ১৯৮৯	২৯৭-৪৮২	১৪৩	৬৮৫
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	বি.এইচ.পি মিনারেলস ১৯৯৭	১৫০-২৪০	-	৫৭২
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	জিএসবি ১৯৫৯	৬৪০-১১৫৮	১০৫৩	৫৪৫০

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ১০.০৭.১৯৯৪ তারিখে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় বড়পুকুররিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের নিমিত্ত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অনুকূলে খনি ইজারা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। বর্তমানে পেট্রোবাংলা বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড এর মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন করছে। উক্ত কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে (Under Ground Mining Process) কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে এবং উত্তোলিত কয়লা দ্বারা কয়লা খনি এলাকায় অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ উৎপাদিত কয়লা বিক্রি করে সরকারি রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে।

চিত্র : বিসিএমসিএল কর্তৃক উত্তোলিত কয়লা।

৯.১.২ ২০০৫ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বড়পুকুরিয়ার কোল মাইনিং কোম্পানি লি.কর্তৃক পরিশোধিত রয়্যালিটি তথ্য (বিসিএমসিএল কর্তৃক ট্রেজারি চালানে পরিশোধিত)

সময়	বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিশোধিত রয়্যালটি (টাকায়)
২০০৫-০৬	৫,৫৩,৯৫,৯১৮
২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮	১৯,৮২,৫৩,৬৩৪.১৮
২০০৮-০৯	২২,৭২,৬১,৬৪৮.৯৩
২০০৯-১০	২৩,৩৪,৪১,১৬৬.৫৮
২০১০-১১	১৯,৩৫,৯৪,৯১৭.৫৫
২০১১-১২	৩৬,৩৬,৮১,২৮৩.১
২০১২-১৩	৩৫,৫৯,৮৭,৯৫৩
২০১৩-১৪	৩২,৪১,৯২,০৯২
২০১৪-১৫	২২,৫৩,৯১,২৯৯
২০১৫-১৬	৩১,৭৮,২৬,০০৮
২০১৬-১৭	৪৩,৬০,৮০,৯৬৯ (বকেয়াসহ)
২০১৭-১৮	৭৮,০৪,০৪,৯৭১ (বকেয়াসহ)
২০১৮-১৯	৩১,৭৩,২৯,১৪১
মোট	৪০২,৮৮,৪১,০০১.৩৪

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে ২১.১২.২০০৮ তারিখে অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অনুসন্ধান কার্যক্রমের অধিকতর উন্নয়ন এবং ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার সাথে সম্পাদিত উক্ত অনুসন্ধান চুক্তি ২১.১০.২০১৫ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুসন্ধান লাইসেন্সের মেয়াদ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বিসিএমসিএল কর্তৃক কয়লাক্ষেত্রটির অনুসন্ধানকল্পে ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিসিএমসিএল কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মার্চ/২০১৯ অনুযায়ী ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব দীঘিপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দীঘিপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মোট ৬০ টি বোরহোল খনন করা হবে।

চিত্র : দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি থেকে সংগৃহীত কয়লার নমুনা

৯.২ পিট

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী মাদারীপুর জেলার চান্দা-বাঘিয়া বিল, খুলনা জেলার কোলামৌজা, মৌলভীবাজার জেলার চাতালবিল, হাকালুকি হাওরসহ সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বিজয় নগর উপজেলায় পিট কয়লার ব্যাপক মজুদ রয়েছে। জ্বালানি হিসাবে গৃহস্থালী কাজে, ইট ভাটা, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সহায়ক হিসেবে পিট কয়লা ব্যবহার করা যায়। প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী দেশে অদ্যবধি আবিষ্কৃত প্রাপ্ত পিটের মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৫১০ মিলিয়ন টন।

চিত্র : পিট

৯.৩ কঠিন শিলা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৭৪ সালে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ১২৮ মিটার গভীরতায় আবিষ্কৃত প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের ২৫০ কোটি বছরের অতি পুরাতন কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়। কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো গত ১১.০৭.১৯৯৪ তারিখে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এর অনুকূলে খনি ইজারা মঞ্জুর করেছে। এমজিএমসিএল কর্তৃক প্রথমে খনি উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর/২০০৫ পর্যন্ত সহজাত হিসেবে এবং অক্টোবর/২০০৬ পর্যন্ত Trial/Testing Production এর আওতায় কঠিন শিলা উত্তোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে মে/২০০৭ হতে বণিজ্যিকভাবে কঠিন শিলা উত্তোলন কার্যক্রম শুরু হয়ে অদ্যবধি চলমান রয়েছে। উত্তোলিত কঠিন শিলা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখাসহ সরকারি রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র : মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির স্টোন স্টকইয়ার্ড।

৯.৪ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর

তেল ও গ্যাস ব্যতীত দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর অন্যতম। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমির পাথর কোয়ারিসমূহ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক জরিপকার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে যা ১৪ মার্চ, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে এবং নীলফামারী জেলায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতেও পাথরের মজুদ রয়েছে মর্মে জানা যায়।

৯.৪.১ গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য

জেলা	পাথর কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	আনুমানিক মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	প্রতি বছর গড়ে উত্তোলনযোগ্য পাথরের পরিমাণ (ঘনফুট)
সিলেট	০৮	৯১৪.৯৩	৭০৯.৩১	২,৪৫,০৮৩৩৯
সুনামগঞ্জ	০২	৩০৩.৩১	৫৫.০৪	১৩,২২,৬০৭
পঞ্চগড়	১৮	৭১৪.৫৩	৩২.৭৮	১,৫৩,৩৬৮০
লালমনিরহাট	১১	৩২.০২	৪.৯৪	১,৮৮,৫১২০
পার্বত্য জেলা বান্দরবন	১০	-	-	-
সর্বমোট	৪৯	১৯৬৪.৭৯	৮০২.০৭	২,৯২,৪৯,৭৪৬

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। কোয়ারি এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সর্বোপরি পরিবেশবাদীদের মামলার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক সকল প্রকার কোয়ারি ইজারা প্রদান না করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাননীয় আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারের অনুমোদনক্রমে ০১ টি কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়।

খনিমুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্য সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৪৮ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৩৮ টাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ১১ তম তফসিল মোতাবেক খনি মুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্যের ১০% হারে রয়্যালটি আদায়ের বিধান রয়েছে। সে হিসেবে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৪.৮ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৩.৮ টাকা হারে সরকার রয়্যালটি পেয়ে থাকে।

চিত্র : সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারিতে স্তুপকৃত পাথর

৯.৫ সিলিকা বালু

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ২(২৫) অনুযায়ী যে সমস্ত বালুতে ৯০% এর অধিক সিলিকন-ডাই-অক্সাইড (SiO_2) রয়েছে সে বালুকে 'সিলিকা বালু' বলা হয়। সিলিকা বালু গ্লাস ও সিরামিক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নির্মাণ কাজেও ব্যবহৃত হয়। খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে এটি একটি অন্যতম খনিজ সম্পদ। দেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার আলোকে সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমির সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক জরিপকার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে, যা ২৭ জুন, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সিলিকা বালুর মজুদ রয়েছে। গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমুহের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

জেলা	সিলিকা বালু কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৩	১০.৭৬
মৌলভীবাজার	৫২	১১৪.১১
হবিগঞ্জ	২৩	২০৭.৪১
সর্বমোট	৭৮	৩৩২.২৮

প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে স্থানীয় ও পাহাড়ী ঢলের দ্বারা কোয়ারিসমূহে সিলিকা বালুর সঞ্চায়ন ঘটায় মজুদের তারতম্য ঘটে।

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত/গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ খনিজ সম্পদ হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে ১৪২১-১৪২২ বাংলা সন হতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৪২১-১৪২২ বাংলা সনে খাস খতিয়ানভুক্ত ৩৪টি সিলিকা বালু কোয়ারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত ১৬টি সিলিকা বালু কোয়ারিসহ সর্বমোট ৫০ টি কোয়ারি ইজারা প্রদান করে বিএমডি প্রায় ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করে।

পরবর্তীতে দ্বিতীয় ধাপে ১৪২৩-১৪২৪ বাংলাসন মেয়াদে ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হলে মৌলভীবাজার জেলার সদর, শ্রীমঙ্গাল, কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া ও বড়লেখা উপজেলার পাহাড়ী ছড়াসমূহ পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ ছাড়াই ইজারা প্রদানের বিরদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টে বিভাগে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (BELA) কর্তৃক রিট পিটিশন নং-২৯৪৮/২০১৬ দায়ের করলে মাননীয় আদালত মৌলভীবাজার জেলার গেজেটভুক্ত/খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমির সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের উপর Injunction জারি করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জেলার গেজেটভুক্ত কোয়ারিসমুহের ইজারা প্রদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিএমডি হবিগঞ্জ জেলার ৮টি গেজেটভুক্ত, ২টি ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং কুমিল্লা জেলায় ১টি ব্যক্তিমালিকানাধীনসহ সর্বমোট ১১টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করে প্রায় ২.০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

চিত্র : সিলিকা বালু

৯.৬ সাদামাটি

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯নং আইন) এর ধারা ২(খ)(অ) এর বিধানমতে সিরামিক, রিফ্র্যাক্টরী ও শোষণক্ষম সম্বন্ধীয় জিনিস তৈরীতে ব্যবহৃত ক্লে বা সাদামাটি/চিনামাটি (White Clay/China Clay) একটি খনিজ সম্পদ। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আলোকে সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান, সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সাদামাটি আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের নিরীখে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। ঘর-গৃহস্থালির নানাবিধ তৈজস সিরামিক সামগ্রী, টাইলস ইত্যাদি ছাড়াও ইনসুলেটর, রিফ্র্যাক্টরী, ঔষধ, কাঁচ ও কাগজ শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সাদামাটিতে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, টিটেনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানসমূহ রয়েছে। মনিকতাত্ত্বিক (Mineralogical) দিক দিয়ে সাদামাটি/চিনামাটির মূল মনিক কেওলিনাইট (Kaolinite)। প্রযুক্তির দ্রুত রুপান্তর ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ব্যবহারের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় সাদামাটির আর্থিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এলাকার পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে পাললিক শিলাস্তর (Sedimentary Rock) এ বিদ্যমান এ সাদামাটি দেশের খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামে জেলায় সাদামাটি পাওয়া যায়।

নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় বিভিন্ন মৌজায় সাদামাটির কোয়ারি এলাকায় যে সাদামাটি পাওয়া যায় সে সব সাদামাটির গুণগতমান মোটামুটি ভাল। নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় ১০ টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে এবং ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ৪ টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলো কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গত ২০০৭ সালে এ মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করে যে ''সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন নিষিদ্ধ করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, অনিবার্য প্রয়োজনে,পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন করা যাইবে''। সে পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সাদামাটি কোয়ারিসমূহের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। ইজারাগ্রহীতাগণ পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করেন। পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়ায় ইজারাগ্রহীতাগণ আলাদা আলাদা ভাবে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। বিএমডি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় ৫(পাঁচ)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান রিট পিটিশন এর আদেশে এবং কোর্টের আদেশ ছাড়া সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরিসহ (বিআইএসএফ) মোট ৬ (ছয়) টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। কিন্তু গত ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১৩৭৩/২০১৫ দায়ের করে। উক্ত রিট পিটিশনের আদেশে বর্তমানে নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় সাদামাটির কোয়ারি কার্যক্রম বন্ধ আছে। এছাড়া, ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ১ (এক) টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান রিটপিটিশন এর আদেশে সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় কোর্টের আদেশ ছাড়া কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছিল সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি (বিআইএসএফ)।

চিত্র : সাদামাটি কোয়ারি

৯.৭ খনিজ বালু

আমাদের দেশের কক্সবাজার, টেকনাফ, মহেশখালী, পটুয়াখালী, ভোলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এবং নদী তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া যায়। খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেনাইট এবং মেগনেটাইট প্রধান। এ জাতীয় খনিজ বালু অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর বহুবিধ ব্যবহার বিদ্যমান। এ খনিজ বালু সাবান, ঔষধ শিল্পে মসৃন ও চকচকে করার কাজে ব্যবহৃত হয়। জিরকন আণবিক/পারমাণবিক চুল্লীর আবরণে ব্যবহৃত হয়। তাপ ও ক্ষয়রোধক কম্পিউটার ডিস্ক, লাইন প্রিন্টার, বৈদ্যুতিক মটর, আণবিক/পারমাণবিক চুল্লীর প্রলেপ, টেলিভিশন

টিউবসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হয়। এ সকল খনিজ বালু নিয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন খনিজ বালুর উপস্থিতি নিশ্চিত করলেও এসব খনিজ বালুর মাত্রা, বিভিন্ন খনিজ বালুর অনুপাত, এলাকা চিহ্নিতকরণ, পরিবেশের উপর এর প্রভাব, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক কোন সমীক্ষা করা হয়নি।

১০.০ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি গেজেটভুক্ত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে কোয়ারি ইজারা প্রদানের তথ্য

ক্রমিক নং	খনিজের নাম	সরকারি গেজেটভুক্ত কোয়ারির সংখ্যা	ব্যক্তি মালিকানাধীন কোয়ারির সংখ্যা	মন্তব্য
১	সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর	২৭	-	
২	সিলিকাবালু	০৮	০৩	
৩	সাদামাটি	-	-	
৪	মোট	৩৮		

১১.০ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন খনিজ হতে আদায়কৃত রাজস্ব

খনিজের নাম	আদায়কৃত রাজস্ব
কয়লা	২৮,৪৭,৪৬,৩৬২/-
কঠিন শিলা	৫,৪১,২০,১৪৫/-
সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর (খাস আদায়সহ)	১৯,৮৬,৫৩,৯৯৪/-
সিলিকা বালু	২,১৯,১১,৫৩৪/-
সাদামাটি	১০,৮২,৬৫০/-
অন্যান্য (বার্ষিক ফি/ইজারা ফি, সাধারণ বালু, দন্ড ফি)	৫৬,৭৮,৩১৫/-
সর্বমোট	৫৬,৬১,৯৩,০০০/-

১২.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট এবং ব্যয় বিবরণী

পরিচালন ব্যয়

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫
৩	**আবর্তক ব্যয়**			
৩১	**কর্মচারীদের প্রতিদান** (Compensation)			
৩১১১১	**অফিসারদের বেতন**			
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	২২৪৫	২৪১০	২৩৮০
৩১১১২	**কর্মচারীদের বেতন**			
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১০৩০	১৩২৫	১২৩৩
৩১১১৩	**ভাতাদি**			

৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১৫	২৪	২০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৬০	৬০	৫৩
৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	১৮১০	১৮১০	১৬৪৪
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৬২	২১৮	২০২
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেল ফোন ভাতা	১০	১৭	১৬
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১০	১৬	১৩
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৩	৩	২
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৫৪৬	৬৩০	৬১৭
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	২০০	৫০	-
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৫০	৫০	৪১
৩১১১৩২৯	প্রশিক্ষণ ভাতা	৩০০	৫০	-
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৮০	৫০	৮
৩১১১৩৩২	সম্মানি ভাতা	১৫০	২৫০	২২৮
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৫৫	৭৫	৬৯
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৮০	৮০	১৯
	উপমোট (নগদ মজুরী ও বেতন)	**৬৮০৬**	**৭১১৮**	**৬৫৪৫**
	উপমোট (কর্মচারীদের প্রতিদান)	**৬৮০৬**	**৭১১৮**	**৬৫৪৫**
৩২	**পণ্য ও সেবার ব্যবহার**			
৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**			
৩২১১১০১	পুরস্কার	১০০	৫০	-
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৫০	৭০	৪৮
৩২১১১০৪	আনুষঙ্গিককর্মচারি/প্রতিষ্ঠান	১৪০০	১৫০০	১২৮২
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১০০	১০০	৬৭
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	১১০০	১৭৬০	১৬৩৫
৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১৫০০	৫০০	১৩
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	১০০	১০০	-
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৩০০	৫০	-
৩২১১১১৫	পানি	৫০	২০	-
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	৩০	২৮	-
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফাক্স/টেলেক্স	১০০	১০০	২১
৩২১১১১৯	ডাক	২০	২০	-
৩২১১১২০	টেলিফোন ব্যয়	১৫০	২৫০	১০৬
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১৫০	৫০০	৪৯৮
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	২৫০	৩০০	২২৫
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	১০০	১০০	৫০
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	২০	২০	৮
	উপমোট-প্রশাসনিক ব্যয়	**৫৫২০**	**৫৪৬৮**	**৩৯৫৩**
৩২২১	**ফি, চার্জ ও কমিশন**			
৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	২০	২০	-
	উপমোট	**২০**	**২০**	-
৩২৩১	**প্রশিক্ষণ**			
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	২০০০	২০০০	১৭৫৪
	উপমোট	**২০০০**	**২০০০**	**১৭৫৪**
৩২৪৩	**পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট**			
৩২৪৩১০১	প্রেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৭৫	২০৫	১৯১
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	১৫০	১৫০	১০৬
	উপমোট	**২২৫**	**৩৫৫**	**২৯৭**

৩২৪৪	**ভ্রমণ ও বদলী**			
৩২৪৪১০১	**ভ্রমণ ব্যয়**	৬০০	৬০০	৩৫১
	উপমোট	**৬০০**	**৬০০**	**৩৫১**
৩২৫৫	**মুদ্রণ ও মনিহারি**			
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	১০	১০	৯
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	২১৯	৪২৯	২২১
	উপমোট	**২২৯**	**৪৩৯**	**২৩০**
৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**			
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	৫০০	১০০	-
	উপমোট	**৫০০**	**১০০**	-
৩২৫৮	**মেরামত ও সংরক্ষণ**			
৩২৫৮১০১	মোটরযান	২০০	২৫০	১২৩
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৫০	৫০	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১৫০	১৫০	১৭
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	১০০	১৫০	-
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৫০	২৫০	১১
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	৩০০	৩০০	-
৩২৫৮১১৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৫০	৫০	-
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৬০০	২০০	২০০
	উপমোট (মেরামত ও সংরক্ষণ)	**১৬০০**	**১৪০০**	**৩৫১**
	উপমোট (পন্য ও সেবার ব্যবহার)	**১০৬৯৪**	**১০৩৮২**	**৬৯৩৬**
	উপমোট (আবর্তক ব্যয়)	**১৭৫০০**	**১৭৫০০**	**১৩৪৮১**
৪	**মূলধন ব্যয়**			
৪১	**অআর্থিক সম্পদ**			
৪১১২	**পরিবহন যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম**			
৪১১২১০১	মোটরযান	৪৫০০	০০	-
৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	৫০০	১০০০	৯৮৬
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১০০০	১০০০	৯৩৪
৪১১২২০৫	তথ্য, কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ	১০০০	৩০০	-
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৬০০	৬০০	৪৪৩
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৬০০	৬০০	৫৯৫
	উপমোট (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)	**৮২০০**	**৩৫০০**	**২৯৫৮**
৪১১৩	**অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ**			
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	৯০০০	২০০০	১২৯৯
	উপমোট (অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ)	**৯০০০**	**২০০০**	**১২৯৯**
	উপমোট (অআর্থিক সম্পদ)	**১৭২০০**	**৫৫০০**	**৪২৫৭**
	উপমোট (মূলধন ব্যয়)	**১৭২০০**	**৫৫০০**	**৪২৫৭**
	মোট (খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো)	**৩৪৭০০**	**২৩০০০**	**১৭৭৩৮**
	মোট- সাধারণ কার্যক্রম	**৩৪৭০০**	**২৩০০০**	**১৭৭৩৮**
১২	**বিশেষ কার্যক্রম**			
১২০০০৭৬০০	**পরীক্ষা ব্যয় ব্যবস্থাপনা**			
৩	আবর্তক ব্যয়			
৩১	কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation)			
৩১১১	**নগদ মজুরী ও বেতন**			
৩১১১৩৩২	**সম্মানী ভাতা**	৫০	৫০	২৮
	উপমোট (কর্মচারীদের প্রতিদান)	**৫০**	**৫০**	**২৮**

৩২	**পন্য ও সেবার ব্যবহার**			
৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**			
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৫০	৫০	-
৩২১১১২৩	অন্যান্য সম্পদের ভাড়া	৮০০	৮০০	-
	উপমোট	**৮৫০**	**৮৫০**	
৩২৫৫	**মুদ্রণ ও মণিহারী**			
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১০০	১০০	-
	উপমোট	**১০০**	**১০০**	
	উপমোট (পন্য ও সেবার ব্যবহার)	**৯৫০**	**৯৫০**	
	উপমোট-আবর্তক ব্যয়	**১০০০**	**১০০০**	**২৮**
১২০০০৭৬০০	**মোট- পরীক্ষা ব্যয় ব্যবস্থাপনা**	**১০০০**	**১০০০**	**২৮**
১২০০০৮৪৫৩	**গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম**			
৩	**আবর্তক ব্যয়**			
৩২	**পন্য ও সেবার ব্যবহার**			
৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**			
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	২০০	৩০০	১৯৮
	উপমোট (পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়)	**২০০**	**৩০০**	**১৯৮**
	মোট - গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম	**২০০**	**৩০০**	**১৯৮**
	মোট (খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো)	**১২০০**	**১৩০০**	**২২৬**
	মোট - বিশেষ কার্যক্রম	**১২০০**	**১৩০০**	**২২৬**
	মোট- পরিচলন কার্যক্রম	**৩৫৯০০**	**২৪৩০০**	**১৭৯৬৪**
	মোট -খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	**৩৫৯০০**	**২৪৩০০**	**১৭৯৬৪**

১৩.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন খনি এবং কোয়ারি পরিদর্শন

ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন খনি ও কোয়ারিতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে খনি এবং কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য বিএমডি কর্তৃক নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চিত্র : দীঘিপাড়া কয়লা খনি পরিদর্শন

চিত্র : বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন

চিত্র : মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি পরিদর্শন

চিত্র : সাদামাটি কোয়ারি পরিদর্শন

চিত্র : সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারি পরিদর্শন

চিত্র : সিলিকাবালু কোয়ারি পরিদর্শন

১৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Managment System) এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৩ জুন, ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষর হয়। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বিএমডির স্কোর ৯৫.১%

চিত্র : ২৩ জুন, ২০১৯ তারিখে সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং মহাপরিচালক (দা.), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত এবং হস্তান্তরিত হয়।

১৪.১ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন ছক

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬		
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান (২০১৮-১৯) (Target Value (2018-19)					অর্জন (Achievement)	খসড়া স্কোর (Raw score)	ওয়েটেড খসড়া স্কোর (Weighted raw score)
					অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)			
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১: খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ ব্যবস্থাপনা	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদানকৃত	সংখ্যা	৫	৫	৫	৪	৪	৩	৩২	১০০	৫
কৌশলগত উদ্দেশ্য-২: খনিজ সম্পদের রয়্যালটি ও সরকারি অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়	মজুদ নির্ণয়, মূল্য নির্ধারণ ও রয়্যালটি নির্ধারণ	মজুদ নির্ণয়, মূল্য নির্ধারণ ও রয়্যালটি নির্ধারণকৃত	কোটি টাকা	৪০	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪	৪৬.৩৯	১০০	৪০
কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩: খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন রোধ ও পরিদর্শন	সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়নকৃত	সংখ্যা	৩০	২৫	২৩	২০	১৮	১৫	২৭	১০০	৩০
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য												

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	০.৫	২০ জুন, ২০১৮	২১ জুন, ২০১৮	২৪ জুন, ২০১৮	-	-	১২ জুন স্বাক্ষরিত	১০০	০.৫০
	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৭ জানুয়ারি, ২০১৯	২০ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯	২২ জানুয়ারি, ২০১৯	২৩ জানুয়ারি, ২০১৯	৮ জানুয়ারি দাখিলকৃত	১০০	০.৫০
	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (Feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	ফলাবর্তক (Feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	২৪ জানুয়ারি, ২০১৯	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	মাঠ পর্যায়ে কার্যালয় নেই	১০০	১

	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন।	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা *	১	৬০	-	-	-	-	৭৯.২৫	১০০	১
কর্মপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০	৮০	১০০	১
		ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫০	১০০	১
		ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪০	১০০	১
	দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১	১০ জানুয়ারি, ২০১৯	২৪ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ জানুয়ারি, ২০১৯	৩১ মার্চ, ২০১৯	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	৩১ মার্চ চালুকৃত	৭০	০.৭০
	দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্ত কার্যালয় সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) সমূহের হালনাগাদকৃত ডাটাবেস ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	০৪ মার্চ, ২০১৯	-	০	০
		ডাটাবেস অনুযায়ী নূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	০৮ এপ্রিল, ২০১৯	২২ এপ্রিল, ২০১৯	০২ মে, ২০১৯	১৬ মে, ২০১৯	৩০ মে, ২০১৯	৩১ মার্চ চালুকৃত	১০০	১

	সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	১০০	১০০	১
		সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	পূর্বেই চালুকৃত	১০০	০.৫
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫০	-	১০০	০.৫
	পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন জারি করা	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	-	১০০	১
		ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	-	১০০	১
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	০	০	০
		অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	০	০	০
	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ জানুয়ারি, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	০৪ মার্চ, ২০১৯	২০ জানুয়ারি	৯০	০.৯০
		অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ জানুয়ারি, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	০৪ মার্চ, ২০১৯	২০ জানুয়ারি	৯০	০.৯০
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	-	১০০	২

	অব্যবহৃত /অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	-	১০০	১
	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	১
	শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	৫০	৬০	০.৬০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-	৪	১০০	১
		জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	০.৫
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	সকল অনলাইন সেবা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	১০০	০.৫
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	১০০	০.৫০
	দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৮ অক্টোবর, ২০১৮	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	২৯ নভেম্বর, ২০১৮	০৬ ডিসেম্বর, ২০১৮	৩০ সে. তারিখে প্রকাশিত	১০০	০.৫
মোট অর্জন (Composite Score)												**৯৫.১০**

১৫. ফটো গ্যালারী ২০১৮-১৯

চিত্র : বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষ্যে আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী মেলায় বিএমডির স্টল		

চিত্র : সরকারি পর্যায়ে পালিত কর্মসূচিতে বিএমডির অংশগ্রহণ

চিত্র : খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর প্রথম মহাপরিচালক জনাব মো: নূরুল করিম (অতিরিক্ত সচিব) কে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান সদ্য বিএমডির বিদায়ী পরিচালক জনাব মো: আব্দুল কাইয়ূম (যুগ্মসচিব)

চিত্র : বিএমডির বিদায়ী পরিচালক জনাব মো: আব্দুল কাইয়ূম (যুগ্মসচিব)-কে ফুল ও ক্রেস্ট দিচ্ছেন মহাপরিচালক জনাব মো: নূরুল করিম (অতিরিক্ত সচিব)

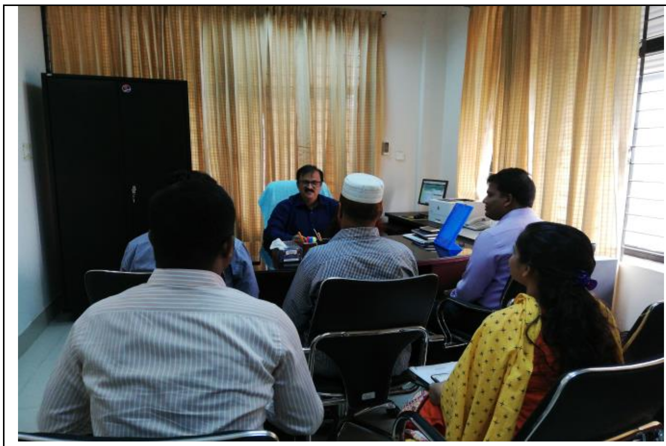

চিত্র : ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের কিছু ছবি

১৬.০ উদ্ভাবন উদ্যোগ

১৬.১ উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-১৯

ক্র. নং	গৃহীত উদ্ভাবন ও ডিজিটাল সেবার নাম	প্রত্যাশিত ফলাফল	অর্জন
১	বিএমডির দাপ্তরে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপন	বিএমডির দাপ্তরিক কার্যাবলি ১০০% ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদন ও সেবাসহজিকরণ	সম্পাদিত/অর্জিত
২	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার তথ্যভিত্তিক ডিজিটাল রেজিস্টার/আর্কইভ স্থাপন	বিধি মোতাবেক অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন প্রস্তুত	সম্পাদিত/অর্জিত
৩	ওয়েব ভিত্তিক খনিজ তথ্য কণিকা (Mineral Information Corner) তৈরি	বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা সম্পর্কে ধারণা লাভ	সম্পাদিত/অর্জিত
	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-	দাপ্তরিক পরিচিতি বৃদ্ধি	প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে

৪	এর নিজস্ব লোগো প্রস্তুত		

১৬.২ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অংশ হিসাবে এক নজরে খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য ওয়েব বেইজ এপ্লিকেশন 'খনিজ তথ্য কণিকা' তৈরি করা হয়েছে। এপ্লিকেশনটির লিংক www.mic.bomd.gov.bd যা বিএমডি-এর ওয়েবসাইটে www.bomd.gov.bd এ লিংকআপ করা হয়েছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের কোথায় কোন খনিজ পাওয়া যায়, কোন কোন এলাকাকে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং দেশে এ যাবত কতটি খনি বা কোয়ারি আবিষ্কার হয়েছে এ সমস্ত তথ্য এক নজরে ও সহজেই জানা সহজ হয়েছে। এ ছাড়া, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এবং অভ্যন্তরীণ ই-সেবার অংশ হিসাবে একটি ওয়েব বেইজ ডিজিটাল রেজিস্টার বা আর্কাইভ তৈরি করা হয়। উক্ত ডিজিটাল আর্কাইভ এ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২-এর ৯ম, ১০ম ও ১৩ তম তফসিল অনুযায়ী যথাক্রমে অনুসন্ধান লাইসেন্স খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল রেজিস্টার বা আর্কাইভ তৈরির ফলে খুব সহজেই লাইসেন্স ও ইজারা সংক্রান্ত রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

১৭.০ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএমডির সার্বিক কর্মকান্ড

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ইজারা প্রদান, রাজস্ব আদায় এবং সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রশ প্রায় শতভাগ অর্জন করেছে। এ ছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডি-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ই সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১' প্রণয়ন কর্মশালায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর প্রচলিত সেবাসমূহকে কয়েকটি ই-সেবায় রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যৌথ উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ই-সার্ভিস ডিজাইন' কর্মশালায় 'ই সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১' কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ই-সেবাসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে E-License and Lease Management সেবাটির ই-সার্ভিস ডিজাইন করা হয়। এটুআই এর সার্বিক সহায়তায় সার্ভিসটি ক্রয়ের লক্ষ্যে কনসালটিং ফার্মের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্স এবং খনিজ উত্তোলন/আহরণের লক্ষ্যে খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান সম্ভব হবে।

চিত্র : মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের সার্বিক সহায়তায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর প্রচলিত ম্যানুয়াল সেবাসমূহ তথা খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরণে প্রদানকৃত অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারাকে ই-সেবাই রূপান্তরের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, বিএমডি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রিভ সিস্টেম লি. এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএমডি-এর ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। বিএমডি-এর জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পূরণের নিমিত্ত তৃতীয় শ্রেণীর ০৪ (চার) জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট শূন্য পদগুলো পূরণের প্রক্রিয়া চলমান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০১ (এক) জন সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) পিএসসি-এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১৮.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সাম্প্রতিক অর্জন

(১) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৯.৬৭ (উনচল্লিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ) কোটি টাকা। বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটিসহ ২৪ (চব্বিশ) টি সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং ১১ (এগারো) টি সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আদায়কৃত মোট রাজস্ব ৫৬.৬২ (ছাপান্নো কোটি বাষট্টি লক্ষ) কোটি টাকা।

(২) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে ৯ম গ্রেডের সহকারী পরিচালক পদে ০১ (এক) জন এবং সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ১৪-১৬ তম গ্রেডের ০৪ (চার) জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অংশ হিসাবে এক নজরে খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য ওয়েব বেইজ এপ্লিকেশন 'খনিজ তথ্য কণিকা' তৈরি করা হয়েছে এবং এপ্লিকেশনটিকে বিএমডি-এর ওয়েবসাইটে (www.bomd.gov.bd) লিংকআপ করা হয়েছে (এপ্লিকেশনটির লিংক www.mic.bomd.gov.bd)। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য এক নজরে ও সহজেই জানা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার এবং অভ্যন্তরীণ ই-সেবার অংশ হিসাবে একটি ওয়েব বেইজ ডিজিটাল রেজিস্টার/আর্কাইভ তৈরি করা হয়। উক্ত ডিজিটাল রেজিস্টার/আর্কাইভ এ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ৯ম, ১০ম ও ১৩ তম তফসিল অনুযায়ী যথাক্রমে অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল রেজিস্টার/আর্কাইভ তৈরির ফলে খুব সহজেই লাইসেন্স ও ইজারা সংক্রান্ত রিপোর্ট/প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

১৯.০ বিএমডির আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) অনুসন্ধান লাইসেন্স ও ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ মোতাবেক সরকারি রাজস্ব হিসেবে (রয়্যালটি, ভ্যাট, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডি-এর রাজস্ব আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডি-এর মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ২৮২.৫৮ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডি-এর মোট ব্যয় ছিল মাত্র ৫.১৫ কোটি টাকা। বিএমডি-এর জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ: (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আদায়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৪-১৫	৩৮.৬৩	০.৪৪
২০১৫-১৬	৪৮.৫০	০.৪৫

২০১৬-১৭	৩৫.৪১	০.৭১
২০১৭-১৮	১০৩.৪২	১.৭৫
২০১৮-১৯	৫৬.৬২	১.৮০
মোট	২৮২.৫৮	৫.১৫

১৯.১ বিএমডির দুই দশকের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক চিত্র

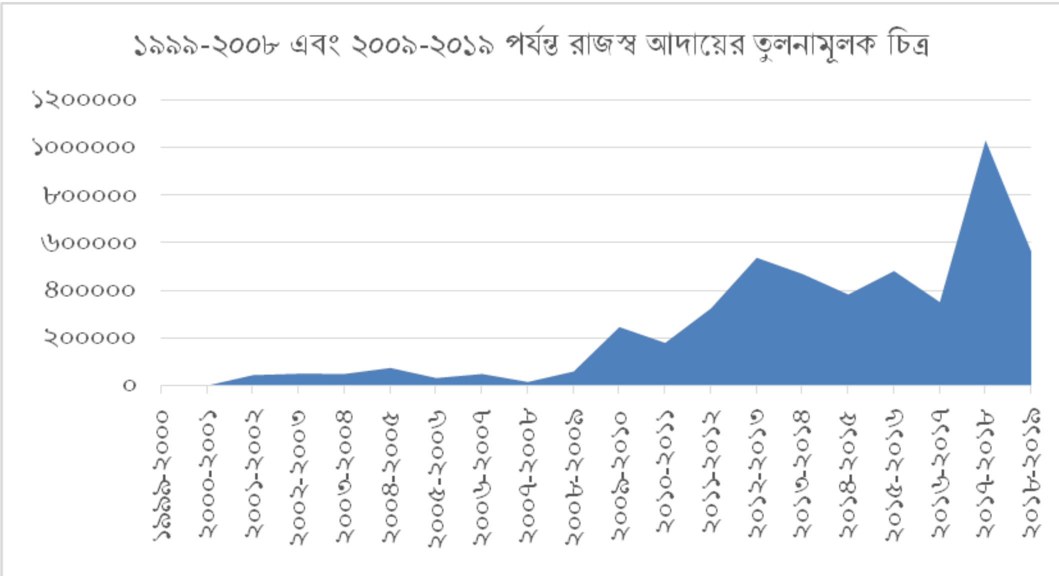

২০.০ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

২০.১ প্রধান সমস্যাসমূহ:

(ক) নিজস্ব অফিস না থাকায় জ্বালানি ওখনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন অন্য একটি দপ্তরের একটিমাত্র ফ্লোরে দাপ্তরিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

(খ) প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট।

(গ) জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অফিস না থাকা।

(ঘ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর কতিপয় বিধি প্রয়োগে জটিলতা ও অস্পষ্টতা।

(ঙ) ব্যুরোর কার্যক্রম বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় কাজের দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়।

(চ) উচ্চ আদালতে নিষ্পন্নযোগ্য মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিজস্ব আইন কর্মকর্তা না থাকা।

(ছ) মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ।

২০.২ চ্যালেঞ্জসমূহ:

(ক) নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন।

(খ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর নিয়োগবিধি, ২০১৪ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা।

(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ হালনাগাদ করা।

২১.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে বিএমডিকে একটি আধুনিক ও গতিশীল সরকারি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা রয়েছে :

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবা পৌছানোর নিমিত্ত বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত প্রচলিত সেবাসূহকে ই-সেবায় রুপান্তর।

(খ) শাখা অফিস স্থাপন : খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন/আহরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে নিজস্ব শাখা অফিস স্থাপন।

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন : জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

২২.০ উপসংহার

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি দপ্তর যা তেল, গ্যাস (ব্যতীত) সারা দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিএমডি কাজ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ১৯৬২ সালে বিএমডি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর সোনার বাংলার আধুনিকায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন ভিশন ২০২১ এবং স্বোচ্চার কন্ঠে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা হিসাবে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তারই অংশ হিসাবে রাজস্ব আদায়কারী সকল প্রতিষ্ঠান গতিশীলতা লাভ করে। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতায় ২০১২ সালে প্রণীত হয় খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২। তেল ও গ্যাস ব্যতীত সারা দেশের প্রাপ্ত খনিজের সুষ্ঠু ব্যবস্হাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয় তথা সারাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন বিভাগের সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের প্রাপ্ত অনুসন্ধানভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী প্রকাশিত হয় খনিজ সম্পদের অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকা নির্ণয় এবং গেজেটভুক্তিকরণ তালিকা। ইহা একটি উন্নয়নের মাইলফলক। সরকারের বিগত ১০ বছরে রাজস্ব আয় পূর্বের ১০ বছরের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএমডি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বমোট প্রায় ৫৬ (ছাপান্ন কোটি) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান ভূমিকা পালন করছে।